24 FEB 2013

যায়যায়দিন

তারিখ 25 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২৬ কলাম ... ৪ ...

চাকরি না পেয়ে সহ-উপাচার্যের দপ্তরে সরকার সমর্থকদের তাণ্ডব

রাবি প্রতিনিধি

দলীয় প্রার্থীকে নিয়োগ না দেয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের দপ্তরে তাণ্ডব চালিয়েছেন সরকার সমর্থিত সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও এক সাংবাদিককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক নুরুল্লাহর কার্যালয়ের সচিব মোজাফফর হোসেন যায়যায়দিনকে বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) সিন্ডিকেটের ৪৪৭তম সভায় ১৮৪ জন কর্মচারী, ২৬ জন কর্মকর্তা, ২০ জন শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদন দেয়া হয়। প্রশাসনিক ভবন থেকে চাকরিপ্রাপ্তদের নিয়োগপত্র দেয়া শুরু হয়। এরই একপর্যায়ে সকালে হঠাৎ করে ৩০-৪০ জন যুবক তাদের কার্যালয়ে এসে উপাচার্যের সাক্ষাৎ দাবি করেন। সহ-উপাচার্য এই সময় না থাকায় তারা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। তারা সহ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে চাকরি না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি তাদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানালে তারা তাকে লাঞ্ছিত করে কার্যালয়ে ভাংচুর চালান। ভয়ে তারা কক্ষত্যাগ করে চলে যান। তিনি আরো বলেন, যারা চাকরি পান না তারা স্বভাবতই কিছু নিয়মবাধা অস্বাভাবিক কাজ করেন। আজো তাই করেছেন। সরকার সমর্থিত স্থানীয় যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও আ'লীগের কিছু নেতাকর্মীকে ওই ভাংচুরের সময় দেখা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এরপর নিয়োগবঞ্চিতরা সহায়ক-কর্মচারী ইউনিটের দপ্তরে গিয়ে একইভাবে সেই বিভাগের উপ-নিবন্ধকার আব্দুল মজিদকে লাঞ্ছিত করে বলে তিনি অভিযোগ করেন। একই সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিকুর রহমান তমাল নামের এক সাংবাদিককে বেধড়ক পেটানো হয়।

পরে তার সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। তমাল বলেন, আমি পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী রবি তার পরিচয় পাওয়ার পর তার ওপর চড়াও হন। এ সময় আরো কিছু যুবক এসে তাকে মারধর করেন।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি ও রাবি প্রেসক্লাব পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অপরদিকে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে রাবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মাসুদ রানার নেতৃত্বে ১০-১২ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী প্রশাসন ভবনে তালা লাগিয়ে দেন। এ সময় তারা প্রশাসন ভবনের সামনে কয়েকটি চেয়ার ও প্রশাসন ভবনের জানালার বেশ কয়েকটি কাচ ভাংচুর করেন। পরে রাবি ছাত্রলীগ সভাপতি আহম্মদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আবু হুসাইন বিপু ঘটনাস্থলে গিয়ে মাসুদকে শান্ত করেন। প্রায় আধাঘণ্টা পর ভবনের তালা খুলে দেয়া হয়।

ছাত্রলীগ নেতা মাসুদ রানা সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি সেকশন অফিসার ও অডিট অফিসার পদে আবেদন করি। কিন্তু আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও টাকার বিনিময়ে জামায়াত-শিবিরের লোকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাই শুভাকাঙ্ক্ষী ছোট ভাইয়েরা এ কাজ করেছে।' এ বিষয়ে কথা বলতে সহ-উপাচার্য নুরুল্লাহর সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রক্টর চৌধুরী মো. জাকারিয়া বলেন, কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক যারা চাকরি পাননি তারা এসে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে- যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে তারা সরকার সমর্থিত কোনো সংগঠনের নেতাকর্মী হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারপরও তারা বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছেন।